International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

নাথসাধনায় ও সাহিত্যে কামপ্রবৃত্তির উদগতি

ড° তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপকএ বাংলা বিভাগএ পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ

ঃ ভারতীয় লোকায়ত ধর্মসাধনার ইতিহাসে নাথপন্থা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রসায়নবাদী সিদ্ধসম্প্রদায়ের উত্তরসূরি এই নাথযোগীরা যোগসাধনার মাধ্যমে জরা ও মৃত্যুকে জয় করে অজর.অমর ঋদিব্যদেহঃ বা ঃপক্কদেহঃ লাভ করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতেএ মানবদেহ একটি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপয যেখানে সহস্রারস্থিত চন্দ্র থেকে ক্ষরিত অমৃতধারা নাভিমূলের কালাগ্নিরূপী সূর্য গ্রাস করে। ঞউল্টা.সাধনাঃ বা খেচরী মুদ্রার মাধ্যমে এই অমৃতধারাকে ঊর্ধ্বমুখে চালিত করে সংরক্ষণ করাই নাথসাধনার মূল লক্ষ্য। যদিও গোরক্ষনাথের ধারায় নাথযোগীদের সাধনপথ নারীসঙ্গ বর্জিতএ তথাপি মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ আচার্যের পরম্পরায় বজ্রৌলী বা সহজৌলীর মতো যৌগিক প্রক্রিয়ারও প্রচলন ছিল। তদুপরিএ ময়নামতীর উপাখ্যানে নারীর আধ্যাত্মিক গুরুসত্তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়এ সহজাত জৈব আবেগের অবদমন নয়এ বরং কামপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বগমন ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরম শিবত্ব প্রাপ্তিই নাথসাধনার চূড়ান্ত আদর্শ।

সূচক শব্দ ঃ নাথধর্মএ উল্টা.সাধনাএ গোরক্ষনাথএ ময়নামতীএ মহাজ্ঞানএ রসায়নবাদীএ দেহব্রহ্মাণ্ড

ভূমিকা ঃ

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির ভূমিকা অপরিসীম। বৈদিক ও পৌরাণিক প্রস্থানগুলির চেয়ে প্রকৃতিগত ভাবে কিছুটা স্বতন্ত্র হলেওএ এই লৌকিক সাধনধারাগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। এমনই এক বিশিষ্ট ও রহস্যময় সাধনধারা হলো নাথধর্ম বা নাথপন্থা। বাংলা তথা সমগ্র ভারতে অতি প্রাচীনকালে এই মতবাদের বিস্তার ঘটলেওএ এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আজও কিংবদন্তি ও অস্পষ্টতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সাধারণভাবে নাথপন্থীদের শৈব যোগী বলে মনে করা হলেওএ ড° শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতো পণ্ডিতগণ তাঁদের রসায়নবাদী সিদ্ধসম্প্রদায়ের উত্তরসূরি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দেহকেন্দ্রিক এই গুহ্য সাধনায় স্থূল দেহকে যোগবলে অক্ষয় ও অমর করে তোলাই সাধকের পরম অভীষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধে নাথসাধনার এই গূঢ় কায়সাধন.প্রণালীএ দেহব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব এবং সর্বোপরি কামপ্রবৃত্তিকে অবদমিত না করে তাকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে চালিত করার যে অভিনব প্রয়াস নাথসাহিত্য ও সাধনায় প্রতিফলিত হয়েছেএ তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা . ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার পূর্বোল্লিখিত প্রস্থানগুলির সঙ্গে প্রকৃতিগত ভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লোকায়ত ধর্মসাধনার আর একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেটি হল নাথধর্ম বা নাথপন্থ। নাথধর্ম বাংলায় এবং ভারতের অন্যত্র অতি প্রাচীনকালেই বিস্তার লাভ করলেও এর উৎপত্তির ইতিহাস আজও অনেকাংশে অজ্ঞাত। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ঃড়ৎবনতম ৎমসপহপবনে ৎনসজেঃ

গ্রন্থে এই সূত্রে মন্তব্য করেছেনরু ষ্জীম চতবইসমউ বি জীম বতপহপদ ंदक कमअमसवचउमदज वि जीम छंजी बनसज पद प्दकपंए पदबसनकपदह जीम छंजी उवअमउमदज वि ठमदहंसए पे ें लमज ीतवनकमक पद जीम उपेज वि समहमदके ंदक उलजीण थ्तवउ जीम ीमंचे वि जितंकपजपवदंस ंबबवनदजेए पज पे चवेपइसम वित ने वदसल जव वितउ ंद पकमं वि जीम मगजमदज वि चिवचनसंतपजल ीपबी जीम बनसज मदरवलमक ंदक पे ेजपसस मदरवलपदह पद जीम ेवपस वि प्दकपंय इनज दव कमपिदपजम ीपेजवतल वि पजे वतपहपद ंदक कमअमसवचउमदज बंद इम बवद. ेजतनबजमक पूजी जीम कंजं जींज मूं ींअम ंज वनत कपेचवेंसण्ष ख१,

অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেনए নাথপন্থীরা ছিলেন শৈব যোগী। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের শিবমন্দির সমূহ নাথযোগীদের কাছে পবিত্র তীর্থস্বরূপ। নাথ সাহিত্যেও শিবপ্রসঙ্গ সশ্রদ্ধ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত নাথযোগীদের শৈব সম্প্রদায় বলে স্বীকার না করে বিশিষ্ট একটি রসায়নবাদী সিদ্ধসম্প্রদায়ের উত্তরসূরি বলে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেনরু ष्जीम छंजी बनसज ममउे जव तमचतमेमदज ं चंतजपबनसंत चींम वि जीम ैपककीं बनसज वि प्दकपंण ज्व मेबंचम कमंजीए ें मूं ींसस ेममए ूं जीम बमदजतंस चवपदज तवनदक ूपबी हतमू जीम कमजंपसे वि जीम ैपककीं बनसजण्ण्ण जीपे ैपककीं बीववस ेममउे जव इम बसवेमसल ेवबपंजमक पूजी जीम प्दकपंद बीववस वि ैलंदं ंदक पज पे वउमजपउमे ीमसक जींज जीम ैपककीं बीववस ूं वतपहपदंससल इंमक वद जीम जीमवतपमे ंदक चतंबजपबमे वि जीम ैलंदं बीववसण जीपे ैलंदं बीववस ीं इममद ंबबमचजमक ें ं बीववस वि प्दकपंद चीपसवेवचील पद जीम ैतअं.कंतśदैं.उहतीं वि ैलंदं.डंकींअंण्ष ख२,

এখানে উল্লেখ্যए সায়ন.মাধবাচার্য তাঁর ष्सর্বদর্শন.সংগ্রহष्ग্রন্থে রসায়নবাদী সাধকদের মতবাদকে ष्রসেশ্বর দর্শনश् নামে অভিহিত করেছেন এবং এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে শৈব সম্প্রদায় রূপেই চিহ্নিত করেছেন। ख३, প্রচলিত ঐতিহ্যে রসায়নবাদী নাথযোগীদের শৈব সন্ন্যাসী রূপে প্রসিদ্ধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক গবেষক লিখেছেনए श्ण्ण्ण শৈবধর্ম ও নাথধর্ম তত্ত্বত একই। শিব হিংস্র ব্যাঘ্রের চর্ম বসনরূপে ধারণ করিয়াছেন. ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পকে দেহে স্থান দিয়াছেনकृ সর্বজনের অবজ্ঞেয় ভস্ম দেহে লেপন করিয়াছেনकृ অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না ঐশ্বর্যশালিনী গৌরীকে উতঙ্কে বসাইয়াও নির্বিকারচিত্তে ধ্যানস্তিমিতলোচনে বিরাজ করিতেছেনकृ ভয়সঙ্কুল ও সকলের পরিত্যাজ্য শ্মশানকেই ধ্যানের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন। শিবের ष्रজতগিরিসন্নিভष्প্রশান্ত মূর্তিতে সাম্यए মৈত্রীए প্রেমए বৈরাগ্यए অন্তঃশুদ্ধতাए নির্বিকারতাकृএই গুণগুলিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিংসাए ভয়ए ক্রোধए ঘৃণাए অবজ্ঞাए কামনা. বাসনাए গর্ব.অহঙ্কার প্রভৃতি উৎকট ও নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি যেন শিবমূর্তিতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই বোধহয় যোগিগণ শিবকে আদর্শরূপে গ্রহণ ण्ण करিয়াছেন।श्ख४,

মহর্ষি পতঞ্জলি.প্রণীত ष्যোগসূত্রष्এর চতুর্থ অধ্যায় ष्কৈবল্যপাদष्এর প্রথম সূত্রে রসায়নবাদী এই সিদ্ধসম্প্রদায়ের সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছেए ष्জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়।।ष অর্থাৎ কৈবল্য বা যোগসিদ্ধি জন্মए ওষধিए মন্ত্রए তপস্যা ও সমাধির দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। ख५, পণ্ডিতরা মনে করেনए প্রাথমিকভাবে কায়কল্প বা অলৌকিক দ্রব্যগুণ.সম্পন্ন ওষধি প্রয়োগ করে অজর.অমর. অক্ষয়.অব্যয় নিত্যদেহ বা সিদ্ধদেহ লাভ করা রসায়নবাদী সাধকদের চরম লক্ষ্য হলেও কালক্রমে নাথযোগীদের ভাবনায় ष्ওষধিष শব্দটি আরও গূঢ় অর্থবাহী হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছেনए ैम ींसस चतमेमदजसल ेमम जींज जीम ैं वि जीम ैंāलंदं बीववस ूं तमचसंबमकए पद जीम बनसज वि जीम छंजी ैपककींए इल जीम दमबजंत वव्रपदह तिवउ जीम उववद पजन. जमक पद जीम ौंततं ंदक जीम ूवसम बीमउपबंस चतव. बमे ूं बींदहमक पदजव ं चेलबीव.बीमउपबंस चतवबमे वि भ्जीं.लवहंण ण्ण्ण जैम जीमवतल वि जीम ैनद ंदक जीम डववद ें मगचवनदकमक इल जीम छंजी ैपककीं ंदक जीम चतपदबपचसम वि इमपदह पउउवतजंस इल कतपदापदह जीम दमबजंत वव्रपदह तिवउ जीम डववद ंतम विनदक मगचसंपदमक पद जीम ेमबवदक ठतक्तीउंदं वि जीम ठतींक रāइāसवचंदपेंजण्ष ख७,

নাথযোগীরা মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করেছিলেন। দেহব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঊর্ধ্বে তালুমূলে অধস্থিত অমৃতময় চন্দ্র আর নাভিমূলে অবস্থিত কালাগ্নিস্বরূপ সূর্য। নাথযোগীরা বিশ্বাস করতেনए চন্দ্র অধোমুখী হয়ে সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্ক নাল বা শঙ্খিনী নাড়ির মধ্য দিয়ে অনবরত অমৃত ক্ষরণ

করছে এবং দহনাত্মক সূর্য ঊর্ধ্বমুখে তা গ্রাস করছে। দেহের সারভূত এই অমৃতধারা অবিরত কালাগ্নিতে পতিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই মানুষ মৃত্যু কবলিত হয়। সুতরাং যোগসাধনার মাধ্যমে এই অমৃতধারাকে ক্ষয় ও বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করাই নাথযোগীদের কাছে আবশ্যিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। নাথপন্থের সাধকরা বঙ্ক নালের মুখকে বলেছেন ঙদশমী দ্বারঃ। তাঁদের মতেএ গুরুর উপদেশক্রমে মুদ্রা সাধনের দ্বারা দশমী দ্বার রুদ্ধ করলে চন্দ্রক্ষরিত অমৃতকে বিপরীত দিকে চালিত করে তাকে রক্ষা করা যায় এবং সহস্রার চক্রে সঞ্চিত এই অমৃতধারা পান করে বিনাশশীল স্থূলদেহকেই যোগীরা অবিনশ্বর দিব্য দেহে রূপান্তরিত করতে পারেন। দিব্যদেহ বা পক্বদেহ লাভ করার পর পুনরায় সাধন দ্বারা বৈন্দব তনু লাভ হয় এবং তার মাধ্যমে শিবত্ব বা নাথত্ব প্রাপ্তি ঘটে। নাথসিদ্ধদের এই কায়সাধনা.প্রণালী নাথসাহিত্যে ঙউল্টা.সাধনাঃ নামে অভিহিত হয়েছে। ক্ত৭,

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঙউল্টা.সাধনাঃ কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেনএ ষ্ণ্ণজীম মচপজীমজ পে কবনইসল`পহদপপিবদজণ জেম লবহং চতংবজপবমে বি`জীম ছংজী`পককীং পে ন্সজং বত তমহতমেপঅমএ পিতেজসল পদ জীম`মদেম জীংজ পজ পদঅবসঅমে লবহপব চতবৰমেমে`ীপবী হপঅম ` তমহতমেপঅম বত নচুংতক উবজপবদ জব জীম`ীবসম ইপবসবহপবংস`ংমসস`চেলবীবসবহপবংস`লেজমউে`ীপবী পদ জীমপত বতকপদংতল দংজনতম চবেমে ` কবুদুংতক জমদকমদবলয `দক`মববদকসলএ পদ জীম`মদেম জীংজ`নবী লবহপব চতংবজপবমে সমংক জীম`পককীং জব`পে বতপহপদংস নসজপউংজম দংজনতম`ং জীম পউউবতজংস ঠমপদহ পদ`পে চমতমিবজ বত কপঅপদম ইবকলএ ইংবা তিবউ জীম বতকপদংতল বতমংজপঅম চতবৰমে বি`ইমববউপদহণ ক্ত৮,

নাথসাহিত্য ও নাথসিদ্ধদের প্রণীত যোগশাস্ত্র সমূহ পাঠ করে বুঝতে পারা যায়এ শ্বাসবায়ুসংযমন ও চিত্তবৃত্তি.নিরোধ নাথযোগীদের ঙউল্টা.সাধনাঃর গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ হলেও তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ঙবিন্দুঃ বা ঙমহারসঃএর সংরক্ষণ এবং তার ঊর্ধ্ব সঞ্চালন। বিন্দুধারণ ও কামবৃত্তির উদ্গমন তান্ত্রিক সাধনাএ সহজিয়া মার্গ ও বাউল ধর্মেরও মূল কথা। তবে নাথযোগীদের সঙ্গে এই সমস্ত গুহ্যসাধক সম্প্রদায়ের পার্থক্য হলএ নাথসিদ্ধরা চূড়ান্ত অধ্যাত্মোপলব্ধির পথে নারী সান্নিধ্যকে প্রধানত অন্তরায় বলেই মনে করেছেন।

যোগশাস্ত্রে বিন্দুধারণের জন্য নানাপ্রকার মুদ্রার কথা নির্দেশিত হয়েছে। সহস্রার.ক্ষরিত অমৃতধারাকে রক্ষা করার জন্য যোগীগুরু গোরক্ষনাথ এগুলির মধ্যে নারীসংস্পর্শ.বর্জিত ঙখেচরী মুদ্রাঃকেই মুখ্য রূপে স্বীকার করেছেন। নারী সঙ্গ.সাপেক্ষ যৌগিক প্রক্রিয়া ঙবজ্রোলী মুদ্রাঃ গোরক্ষপন্থায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। নারীর সাহচর্যে যোগসিদ্ধ প্রজ্ঞাবান সাধকও যে সর্বদা ঙমহারসঃ অবিচলিত রাখতে পারেন নাএ গোরক্ষগুরু মীননাথের অধঃপতনের দৃষ্টান্তের দ্বারা নাথপন্থের সাধকরা সেকথাই আভাসিত করতে চেয়েছেন। ক্ত৯, অবশ্য নাথধর্মের ধারায় এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রমও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। ঙহঠযোগপ্রদীপিকাঃর ১।৯৪ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় বলা হয়েছেএ মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ পূর্বাচার্যগণ ঙসহজৌলীঃ ঙবজ্রৌলীঃ প্রভৃতি যোগমুদ্রার বিশেষ সমাদর করতেন। ক্ত১০, এই জাতীয় শাস্ত্রীয় সমর্থনের সুবাদে পরবর্তীকালের হঠযোগএ কৌলমার্গ ও সহজিয়া সাধনায় সম্ভবত এই সমস্ত যৌন.যৌগিক প্রণালী গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়েছিল। আদিসিদ্ধ মীননাথএ হাড়িপা ও কানুপার প্রতি দেবী পার্বতীর অভিশাপ প্রদানের কাহিনিতে নারী.সংস্পর্শের ইঙ্গিত আছে। ক্ত১১, নারীজাতির সম্পর্কে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথসাধকের অনমনীয় মনোভাবের কথা স্মরণ করেও শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে একথা উল্লেখ করতে ভোলেননি যেএ ষ্জীম পউচবতজংদজ চবপদজএ`ীবূমঅমতএ জব ইম দবজমক পদ জীপে ববদদমৰজপবদ পে জীংজ পদ`চপজম বি`জীপে হমদমতংস `জজপজনকম বি`অমতেপবদ জবুংতকে`ুবউমদএ জীম ছংজী`পককীং `সেব চতংবজপেমক`বউম`ুমসস.াদবুদ চতবৰমেমে বি`লবহং সপাম টংরতংনসēএ ।উংতংনসēএ`ীংরনসēএ মজৰণ পদ জীম ববউচংদল বি`ুবউমদণ ক্ত১২,

সাধনার ক্ষেত্রে নাথযোগীরা নারীকে যোগবিঘ্ন বলে মনে করলেও প্রকৃত অর্থে তাঁরা আদৌ নারীবিদ্বেষী ছিলেন না। সাহিত্যের সাক্ষ্য বিচার করলে অন্তত একথাই মনে হয় যেএ অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত সমদর্শী

এই সিদ্ধপুরুষরা নারীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নাথসাহিত্যের মানিকচন্দ্র.ময়নামতী. গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানে ময়নামতীর চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে নারীর সম্পর্কে নাথপন্থীদের যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছেএ তা নিঃসন্দেহে তাঁদের মানসিক উদারতার পরিচায়ক। প্রচলিত কাহিনি থেকে জানা যায়এ মানিকচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে ময়নামতী গুরু গোরক্ষনাথের কাছে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। যোগবলে স্বামীর পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে জানতে পেরে মানিকচন্দ্রকে তিনি স্বীয় সাধনালব্ধ মহাজ্ঞান দান করে জরামরণজয়ী করতে চান। কিন্তু পুরুষ হয়ে নারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে রাজ্যবাসী তাঁকে উপহাস করবে এবং লজ্জায় লোকসমাজে তাঁর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে নাএ এই ভেবে মানিকচন্দ্রের পৌরুষে বাধে। সুতরাং পত্নীর প্রস্তাব তিনি দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করেন। মহাজ্ঞান গ্রহণ করতে রাজা সম্মত না হওয়ায় ময়নামতী নিজের যোগবিভূতির দ্বারা স্বামীর জীবন রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। তবে বিধাতার ইচ্ছার কাছে তাঁর সব চেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র দেশের রাজা হলে ময়নামতী তাঁকেও হাড়িপা সিদ্ধের কাছে যোগদীক্ষা গ্রহণ করে মহাজ্ঞান লাভ করার উপদেশ দেন। রাজ্যসুখ ও বিলাসব্যসনের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হয়ে গোপীচন্দ্র জননীর আদেশ অগ্রাহ্য করতে চাইলে ময়নামতী তাঁকে মানবজীবনের নশ্বরতা ও সন্ন্যাসধর্মের মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলেন। গোপীচন্দ্রের আয়ু ছিল মাত্র আঠারো বছর। হাড়িপার নির্দেশে বারো বছর ধরে কঠোর সাধনা করে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাজ্ঞান লাভ করেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের মতো গূঢ় জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রেও যে নারী পুরুষের গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং নারীর প্রেরণা যে পুরুষের আত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক হতে পারেএ ময়নামতীর কাহিনির মধ্য দিয়ে নাথযোগীরা সে.কথাই দৃঢ় কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। ক্ত১৩,

উপসংহার . পরিশেষে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যেএ গৌড়বঙ্গের অপরাপর গুহ্য সাধনসম্প্রদায় কৃ যেমন তান্ত্রিকএ সহজিয়া ও বাউল মতবাদের সঙ্গে নাথযোগীদের মতাদর্শগত কিছু স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকলেওএ দেহতত্ত্ব ও কায়সাধনার মূল সুরটিতে এক নিগূঢ় ঐক্য রয়েছে। নাথসাধকেরা নারীসঙ্গকে সাধনপথের অন্তরায় মনে করলেও প্রকৃত অর্থে তাঁরা নারীবিদ্বেষী ছিলেন না। অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধপুরুষেরা ময়নামতীর মতো চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীকে পুরুষের আধ্যাত্মিক গুরুর আসনে বসিয়ে যে মানসিক উদারতার পরিচয় দিয়েছেনএ তা মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিরই নামান্তর। নাথপন্থার ঙউল্টা.সাধনাঃ প্রকৃতপক্ষে মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করার শিক্ষা দেয় না। বরং দেহের নিম্নগামী শক্তিকে যোগবলে বিপরীত পথে অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখে চালিত করে বিন্দুধারণ ও অমৃতপানের মাধ্যমে সাধককে পরম অক্ষর শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই এই সাধনার চরম লক্ষ্য। সুতরাংএ মানুষের সহজাত জৈব আবেগের অস্বাভাবিক অবদমন নয়এ তার পরাবৃত্তি তথা আধ্যাত্মিক উন্নয়নই নাথসাধনা ও সাহিত্যের মূল কথা।

সূত্রনির্দেশ.

1. ঁীপইীনেদ কেঁ ঙনচজংএ ষ্ছেবনতম ত্মসপহপবনে ৱনসজেষ্এ জীপতক মকপজপবদ . ত্মচতপদজএ ৱসবনজজংএ থ্পতওং ঃ্রস্ড চ্তপঅংজম স্পওপজমকএ চণ 191
2. ভ্রপকএ চচণ 192.193
3. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তীএ ঙসায়ন মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ্এ দ্বিতীয় খণ্ডএ তৃতীয় মুদ্রণএ কলিকাতাএ সাহিত্যশ্রীএ বৈশাখ ১৪১৫এ পৃণ ১
4. সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদারএ ৱরাজগুরু যোগিবংশঃ্এ প্রথম প্রকাশএ কলিকাতাএ প্রমথনাথ নাথ ও শরৎচন্দ্র নাথ ;প্রকাশকব্ধএ ১৯৫৫এ পৃণ ৫৪

5. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তীএ ঃসায়ন মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃএ দ্বিতীয় খণ্ডএ পৃ¤ ১২০
6. ঁীপঈীনেঁদ কেঁ ঙনচজংএ ষ্ড়েঁবনতম ৎসপহপবনে ৱনসজেষএ চযণ 193.194
7. ভবনাথ সরকারএ ঃনাথধর্মরু সমাজ ও সংস্কৃতিঃএ দ্বিতীয় প্রকাশকৃদ্বিতীয় সংস্করণ ;সংশোধিত ও পরিবর্ধিতদ্ধএ কলিকাতাএ ভবনাথ সরকার রিসার্চ ফাণ্ডের পক্ষে শ্রী হরিদাস সরকারএ সেপ্টেম্বর ১৯৯২এ পৃ¤ ৬২
8. ঁীপঈীনেঁদ কেঁ ঙনচজংএ ষ্ড়েঁবনতম ৎসপহপবনে ৱনসজেষএ চযণ 229.230
9. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়এ ঃবাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃএ তৃতীয় খণ্ডকৃপ্রথম পর্বএ দ্বিতীয় সংস্করণএ কলিকাতাএ মডার্ন বুক এজেন্সীএ ১৯৬৬এ পৃ¤ ৩৮৫.৩৮৬
10. পূর্বোক্তএ পৃ¤ ৩৮৬ ;পাদটীকাদ্ধ
11. পূর্বোক্তএ পৃ¤ ৩৮৫
12. সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদারএ ঃরাজগুরু যোগিবংশষএ পৃ¤ ৩৪১
13. ঁীপঈীনেঁদ কেঁ ঙনচজংএ ষ্ড়েঁবনতম ৎসপহপবনে ৱনসজেষএ চযণ 242